বর্ত্তমান ইউরোপীয় ইতিহাসের ধারা।

(অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন সেন গুপ্ত এম, এ, লিখিত)

ইউরোপীয় ইতিহাস-পাঠের আবশ্যকতা।

আমাদের দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায় বেশ উপলব্ধি করিতেছেন যে এযুগে প্রাচীনতাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বাঁচিয়া থাকা আর চলিবে না। প্রাচীন জগৎ প্রায় সকল বিষয়েই আধুনিক জগতের পশ্চাতে পড়িয়া আছে। ইদানীং আবার স্বাধীন দেশসমূহ বিজ্ঞানকে লইয়া যে সভ্যতার সৃষ্টি করিতে বসিয়াছে তাহার আবর্ত্তে বুঝি আর আমাদের বাঁচিতে হইল না! একদিকে জর্ম্মানদিগের "অতি মানবের*" আদর্শ ও অন্যদিকে জাপানের রাজ্য ও বাণিজ্য-বিস্তারের প্রবল আকাঙ্ক্ষা আমাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে। এতদিন যে জড়-জীবন কাটাইয়া আসিয়াছি তাহাও আর টিকিতেছে না। এ অবস্থায় এখন আমাদিগকে প্রাণের স্পন্দন-শক্তি জাগাইতেই হইবে—আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাস জন্মাইতে হইবে ও প্রতিষ্ঠাকে লক্ষ্য করিয়া জীবনধারা প্রবাহিত করিতে হইবে। প্রথমেই, প্রাচীন ভারতের জীবনশক্তির মূলটী অনুসন্ধান করিতে হইবে—তারপর ইহার পৌর্ব্বাপর্য্য আলোচনা করিয়া সংরক্ষণ, সংস্করণ ও পরিবর্জ্জন-নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। প্রাচীনতাকে অটুট রাখা কিছুতেই সম্ভবপর নহে।

এখন, কাহার আদর্শে আমাদের আকৃতি গড়িয়া তুলিব? এ প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে বর্ত্তমান স্বাধীন জাতিসমূহের ইতিবৃত্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিতে হইবে; বিশেষতঃ ইউরোপীয়গণের ইতিহাস। ইউরোপের সমগ্র ইতিহাস আলোচনা না করিয়া যিনি বলিবেন, ইদানীং ইউরোপের যে আকৃতি দেখ তাহাই ভাঙ্গিয়া গড়িয়া গ্রহণ কর, তিনি ভ্রান্ত—তিনি বর্ত্তমান সভ্যতার মূল সূত্রের সন্ধান না পাইয়া ভালমন্দ বিচার করিতে পারিবেন না।

সমগ্র ইউরোপের ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করা একটী দুরূহ ব্যাপার। ঘটনাবাহুল্যে শিক্ষণীয় বিষয়টী বাছিয়া লইতে একটু কষ্ট হয়।

---

* Superman Ideal of F. Nietzsche.

ইতিহাসের একটী উদ্দেশ্য, ঘটনা-পঞ্জীর সম্বন্ধ নির্ণয় করা। সম্বন্ধবিহীন ঘটনা-সমূহের হিসাব রাখা না রাখা তাহার পক্ষে সমান। যদিও ইহা সত্য যে, কোন জাতি কোন একটা বিশেষ মন্ত্র লইয়া জীবন-ধারা প্রবাহিত করে না ও করিলেও সকল সময় তাহার অভীপ্সিত ফল পায় না, তবুও তাহার সমগ্র জীবনের ঘটনা-গুলিকে সমষ্টিভাবে ধরিলে তাহাতে একটী না একটী মূল সূত্রের পরিচয় পাওয়া নিশ্চয়ই যাইবে। এক কথায়, কোন বিশেষ যুগে জাতিগত অনুভূতির প্রকৃতি উত্তরকালে মাত্র উপলব্ধি হয়। তবে, যুগে যুগে ব্যক্তিবিশেষে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে। সেইজন্যই ইতিহাস সম্পর্কে মহৎ লোকের জীবনী অতীব মূল্যবান। ইউরোপীয় ইতিহাস আলোচনায় ঘটনাপঞ্জীর যে মূল্য, মহৎ লোকের জীবনীরও সেই মূল্য। আধুনিক ইউরোপীয় ইতিহাস সম্পর্কে একথা আরও সত্য—কারণ, ব্যক্তিত্ব-বিকাশ (Principle of individualism) ইহার একটী বিশেষ লক্ষণ।

ইউরোপীয় ইতিহাসের তিনটী প্রধান যুগ আছে ; প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ও বর্ত্তমান যুগ। এই তিন যুগের সমান মূল্য নাই—বিশেষতঃ আমাদের পক্ষে। আধুনিক ইউরোপীয়দিগের নিকট প্রাচীন যুগের ইতিহাস যত অধিক মূল্যবান, আমাদিগের নিকট তত নহে। বর্ত্তমান যুগের ইতিহাস (১৪৫৩ খ্রীঃ হইতে) আবার আমাদিগের নিকট যত মূল্যবান, অন্যের নিকট ততদূর কি না বলিতে পারি না। জাতিগত উন্নতি-সাধনে, জাতিগত গুণাগুণ-বিচারকল্পে ইহার মূল্য অসামান্য। এ প্রবন্ধে এই যুগেরই একটা মোটামুটী ধারাবাহিকতা নির্দ্দেশ করিবার প্রয়াস পাইব। ইহাতেই বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার মূল সূত্রের পরিচয় পাওয়া যাইবে। প্রাচীন ভারতেতিহাসের মূলসূত্রের সঙ্গে ইহার তুলনা করিয়া আমাদিগের অবস্থা ও কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করা উচিত।

বর্ত্তমান যুগের প্রথম পাদ।

নবজীবনের (Renaissance) অভ্যুদয়ে যখন মধ্যযুগের তিমির কাটিয়া গেল তখনই বর্ত্তমানযুগের সূত্রপাত হইল। ঘটনাপঞ্জীর সমাবেশ ও অধ্যয়ন-সৌকর্য্যার্থে ঐতিহাসিকগণ ১৪৫৩ খৃঃ কে বর্ত্তমানযুগের প্রারম্ভকাল বলিয়া গণনা করেন। তাহার প্রধান কারণ সেই বৎসর তুর্কগণ Constantinople অধিকার করে ও তাহার ফলে নবজীবনের বীজ ইউরোপের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া

পড়ে ; আর নবজীবনের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে এক নূতন ভাবের ও কর্ম্মের বন্যা আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহার পরিণামে পোপ-প্রধান ধর্ম্মজগতে এক যুগান্তর উপস্থিত হয়।* ১৪৫৩ খ্রীঃ হইতে ১৬৪৮ খ্রীঃ এ Westphaliaর শান্তি-সংস্থাপন পর্য্যন্ত যে যুগ তাহাকে ধর্ম্মসংস্করণযুগ (The Reformation period) বলা যাইতে পারে। এই সময় ধর্ম্মজগতে পোপের একাধিপত্যে বাধা পড়ে ও ক্যাথলিক ধর্ম্মবাদবিরোধী লুথারীয়-বাদ, ক্যাল্‌ভিনীয়-বাদ প্রভৃতির উদ্ভব হয়। অবশ্য নবজীবনের মুক্তি ও ব্যক্তি-মন্ত্রই (Emancipation and Expression) এই দ্বন্দ্বের প্রধান স্রষ্টা ; এই দ্বন্দ্বের বিভীষিকা ত্রিংশদ্‌বৎসরব্যাপী সমরে (১৬১৮—৪৮) পূর্ণভাবে প্রকটিত হয়। ইউরোপীয় ইতিহাসের এই অধ্যায় পাঠ করিলে বাস্তবিকই প্রাচীন ভারতের ধর্ম্মগৌরবের কথা মনে পড়ে। মহামতি অশোক বৌদ্ধধর্ম্মের একজন অত্যন্ত ক্ষমতাশালী যাজক হইয়াও অন্যান্য ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষভাব জাগাইয়া তুলেন নাই ; পরন্তু তাঁহার দ্বাদশ গিরিলিপিতে ও সপ্তম স্তম্ভলিপিতে ব্রাহ্মণ্য, জৈন, আজীবিক প্রভৃতি ধর্ম্মে সম্মান প্রদর্শন করিবার অনুজ্ঞা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। রোমীয় ধর্ম্মসম্রাট্ (Holy Roman Emperor) পঞ্চম চার্লস্ ধর্ম্মমতের সমন্বয় করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তদীয় উত্তরাধিকারিগণ, বিশেষতঃ স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ, এই ধর্ম্মবিবাদ আরও বাড়াইয়া তুলিলেন। তারপর, এই বিবাদের প্রসার ক্রমে বাড়িয়াই চলিল। অবশেষে ইউরোপ নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল এবং এই বিবাদের বিশেষ কূলকিনারা না পাইয়া শান্তির পথ অবলম্বন করিল। এই সময় হইতেই ইউরোপ ধর্ম্মমতে সাম্যনীতি গ্রহণ করিল।

বর্ত্তমানযুগের দ্বিতীয় পাদ।

Westphaliaর শান্তি-সন্ধি হইতে আর এক যুগ আরম্ভ হইল। ইহার স্থিতিকাল মোটামুটী ১৭৮৯ খ্রীঃ এ ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই যুগকে রাজতন্ত্রের যুগ (Period of Royal despotism) বলা যাইতে পারে। ধর্ম্মসংক্রান্ত বাদবিসম্বাদ থামিয়া গেলেও

---

* "ইউরোপে নবজীবনযুগ" শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন।
(College Magazine, August & September, 1916.)

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাহার মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়া গেলে ইউরোপীয় জনসাধারণ ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, কোন্ ক্ষেত্রে এখন তাহারা যোঝাযুঝি করিবে। নবজীবনের কাল হইতে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও জাতি-সংগঠনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা রাজশক্তিকেই প্রবল করিয়া তুলিতেছিল—রাজ্যশাসনে তাহাদের দাবী-দাওয়া কতদূর তাহার বিচার করিবার শক্তি ও শিক্ষা তখনও তাহাদের হয় নাই। ধর্ম্মসংস্কার-যুগেও তাহারা এ বিষয়ে চিন্তা করিতে পারে নাই। কাজেই রাজশক্তি প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে লাগিল। এই সময়ে ইংলণ্ডে ষ্টুয়ার্ট-বংশীয় নৃপতিগণ রাজশক্তি ঈশ্বর-সম্ভূত (Divine theory of Kingship) বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং তাঁহাদের ক্ষমতা যথাসাধ্য পরিচালনাও করিয়াছিলেন। ফ্রান্সে চতুর্দ্দশ লুই (Louis XIV) স্বকীয় শক্তির অসীমতায় নির্ভর করিয়া ক্ষুদ্র শক্তিসমূহকে নির্ম্মূল করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। রুষিয়ার মহাবীর পিটর ও দ্বিতীয় ক্যাথারিন্, প্রুসিয়ার মহাবীর ফ্রেডেরিক, রোমীয় ধর্ম্ম-সাম্রাজ্যে দ্বিতীয় জোসেফ—ইঁহারা সকলেই অল্পবিস্তর রাজশক্তিতে শাসন-প্রণালী কেন্দ্রীভূত (Centralised) করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সুতরাং এই যুগের ইতিহাস—কয়েকটী পরাক্রমশালী নৃপতিকে লইয়াই গঠিত। বলা বাহুল্য, ইহাদিগের মধ্যে কেহই ধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়া শক্তির হর্ম্ম্য গড়িয়া তুলেন নাই। এই যুগ হইতেই ধর্ম্ম ব্যক্তিগত জীবনের একটী বিলাসিতার বিষয় মাত্র হইয়া উঠিতেছিল। লোকচক্ষুর গোচরে যাহা আসিত তাহা আধিভৌতিক পারিপাট্য মাত্র। চতুর্দ্দশ লুই ও পঞ্চদশ লুই ভারসাইল রাজপ্রাসাদে বাস স্থাপন করিয়া যে বিষের বীজ ইউরোপে বপন করিয়াছিলেন তাহার ফল ফলিতে বিলম্ব হয় নাই।

বর্ত্তমানযুগের তৃতীয় পাদ।

১৭৮৯ খৃঃ এ ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব আরম্ভ হয়। ইহা ইউরোপকে আর এক নূতন যুগে আনিয়া ফেলিল। ফরাসী রাজগণের ও আভিজাত্যের অত্যাচারের পীড়নে এক চিন্তাশীল সম্প্রদায় অবির্ভূত হইল; তাঁহারা রাজাপ্রজার সম্বন্ধ ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ে চিন্তার নূতন ধারার সূত্রপাত করিতে লাগিলেন। রাজশক্তি ঐশীশক্তিসম্পন্ন, রাজকার্য্য অন্যায়-বিরহিত ইত্যাদি মত অষ্টাদশ শতাব্দের মধ্যভাগের পূর্ব্বেই খণ্ডিত হইতেছিল। রাজশক্তি যে মূলতঃ প্রজা-

শক্তিসম্ভূত ও অধিকতম সংখ্যার সংরক্ষণ নিমিত্তই এক ব্যক্তিতে প্রভূততম শক্তি দান করা হইয়াছিল, ইহা তাঁহারা ইউরোপকে বুঝাইয়া দিলেন। এই প্রকার নূতন মন্ত্রের প্রধান কেন্দ্র ইংলণ্ড ও ফ্রান্স। ইংলণ্ডে মন্ত্রশক্তি পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল ; কিন্তু দূরত্ব বিধায় ইংলণ্ডের তরঙ্গরাশি তখন মহাদেশের কিছুই ভাঙ্গিতে পারে নাই, কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্র সিক্ত করিতে পারিয়াছিল। তৎপরে ফরাসী চিন্তাশীলগণের চেষ্টায় ১৭৮৯ খৃঃ এ বীজ অঙ্কুরিত হইল। পূর্ব্বে বলিয়াছি ধর্ম্মজ্ঞান ব্যক্তিগত একটা বিলাসিতা-মাত্র হইয়া পড়িয়াছিল। এ যুগে স্বাধীন-চিন্তার প্রতাপে ও রাষ্ট্রীয় সংস্করণের প্রবল উত্তেজনায়, সামান্য মাত্র যাও ধর্ম্মভাব ছিল তাহাও উড়িয়া গেল। হেবার্ট (Hebert) প্রমুখ সম্প্রদায় যখন গণিকাকে (Goddess of Reason সাজাইয়া) ঈশ্বরের আসনে বসাইয়া পূজা দিল, তখন ইউরোপ কি এক ভীষণ অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। যাহা হউক, ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের বিভীষিকা অন্তর্হিত হইলে এক প্রজাশক্তির উন্মেষ হইল। ইউরোপের বিভিন্ন অংশে ইহার বিকাশ প্রকাশ পাইল। এই প্রজাশক্তির উপরই বর্ত্তমান শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত ;—এই নিমিত্ত কতিপয় ঐতিহাসিক বর্ত্তমানযুগের ইতিহাস ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব হইতে গণনা করেন।

এই প্রজাশক্তি জাতীয়তাকে সুদৃঢ় করিয়া গড়িয়াছিল এবং ইহাই জার্ম্মান সাম্রাজ্য ও ইটালীর একীকরণে সহায় হইল। বর্ত্তমান যুগের প্রারম্ভে রাজগণই প্রধানতঃ জাতির মুখপাত্র ছিল ; কিন্তু এ সময় হইতে সম্মিলিত রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি জাতির প্রতিনিধি হইল।

বর্ত্তমানযুগের চতুর্থ পাদ।

তারপর ১৮৭০ খৃঃ হইতে আর একটী যুগের আরম্ভ হইল। এই সময়ের মধ্যে ইউরোপে সাতটী প্রধান রাষ্ট্র দাঁড়াইয়া উঠিল এবং এই সময় হইতেই তাহাদের দৃষ্টি ইউরোপের বাহিরে ধাবিত হইল—সমগ্র পৃথিবীর উপর স্বস্ব শক্তি-বিস্তারের চেষ্টা পাইল। বেঞ্জামিন ডিস্‌রেলী তখনই বলিয়াছিলেন "ইংলণ্ড তাহার ইউরোপীয় সীমা হইতে বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে।" (England has outgrown her European continent) ইদানীং যে দ্বেষাদ্বেষি চলিতেছে তাহার সূত্রপাত এখান হইতেই। পৃথিবীর অন্যান্য অংশে এখন স্বার্থরাজ্য-

সংস্থাপনের ধুম পড়িয়া গেল। কিন্তু ইংলণ্ড তাহার প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যের বলে মহাদেশকে এ ক্ষেত্রে অত্যধিক পশ্চাতে ফেলিয়াছিল। আর মহাদেশস্থ রাষ্ট্র-সমূহও আত্মপ্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত থাকায় এ দিকে দৃষ্টি পরিচালনা করিতে পারে নাই। সুতরাং জার্ম্মেনী এখন মানবমণ্ডলীর দাবীদাওয়ার কথা পাড়িয়া স্বার্থোদ্ধারের উদ্দেশ্যটী সংগোপন করিয়া রোষকষায়িতলোচনে ইংলণ্ডের ঐশ্বর্য্যের দিকে তাকাইতেছে।*

শরতের পল্লী।

বছর পরে পূজার ছুটি
দেশের ছেলে গেনু ফিরে।
পাড়াগাঁয়ে, খোড়ো চালা
বাপ্-দাদার সে কুঁড়ে ঘরে॥
হোক্‌না কেন মাটির কুটীর
সহর থেকে অনেক ভাল।
চারিদিকেই শান্তি সেথা
নাইক কোনই কোলাহল॥
মধুর সেথা মাঠের হাওয়া
শীতল সেথা নদীর জল।
নীরব সেথা পল্লী-বীথি
মিষ্ট সেথা গাছের ফল॥

---

* Literature—

Lord Acton's Study of History.
Freeman's General Sketch.
Phillips' Modern Europe Ch. XX.
Bernhardi's Germany and the next War.
Gooch's History of our time (*Home University Library*).
Holland Rose's Development of the European Nations, 1870—1914.